শিক্ষার ভুবনে আলো ছড়াতে নতুন ধারার পত্রিকা

শিক্ষাধারা

জুন ২০১৪

কলেজ ভর্তি সংখ্যা

তরুণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করতে পারলে দেশের উচ্চশিক্ষার মান বেড়ে যাবে। একইভাবে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত বাংলাদেশী শিক্ষকদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়ে আসতে পারলে শিক্ষার গুণগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এ দুটো কাজ চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কর্তৃপক্ষকে পার্টনারশীপ ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজন।

প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মোঃ আব্দুল্লাহ

চেয়ারম্যান, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট

তরুণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করতে পারলে দেশের উচ্চশিক্ষার মান বেড়ে যাবে। একইভাবে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত বাংলাদেশী শিক্ষকদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়ে আসতে পারলে শিক্ষার গুণগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। এ দুটো কাজ চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষকে পার্টনারশীপ ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজন।

প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মোঃ আব্দুল্লাহ
চেয়ারম্যান, নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট

শিক্ষাধারা ঃ যুগপূর্তির বছরে পর্দাপন করেছে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়। সামগ্রিক অগ্রগতি সম্পর্কে বলবেন কি?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় এখন এক যুগ বয়েসী। আমাদের অবকাঠামোগত অগ্রগতি আরো দরকার, কোন সন্দেহ নেই। চেষ্টা চলছে। তবে শিক্ষার গুণগতমানে আমরা আপোষহীন। এ কারণে নর্দানের শিক্ষারমান আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন। আমার প্রাথমিক টার্গেট সার্ক অঞ্চলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে আমি বলবো, আমাদের অগ্রগতি সন্তোষজনক।

বিগত ১১ বছরে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী পাশ করে বেরিয়েছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষার্থী প্রায় ৮ হাজার। মাত্র ৫০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম ১৭ অক্টোবর ২০০২ সালে। আমি অবশ্য এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সাথে যুক্ত হয়েছি অল্প ক'বছর হলো। ইতোমধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চশিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদের আওতায় ১০টি বিভাগ আছে। ঢাকার ৪টি অভিজাত স্থানে অনুষদভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রম আমরা চালিয়ে আসছি। কয়েকটি বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম ইতোমধ্যে সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করছে। বিগত কয়েক বছর আমাদের আইন বিভাগ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস পরীক্ষায় দেশের সরকারি বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝে চতুর্থ এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে চলছে। ফার্মেসী বিভাগ ও পাবলিক হেলথ বিভাগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে। মাস্টার অব পাবলিক হেলথে ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে ৯০ জনের অধিক বিদেশী শিক্ষার্থী অধ্যায়ন শেষ করে নিজ দেশে ফিরে গেছে। আমাদের বিজনেস অনুষদের সুনাম রয়েছে দেশ জুড়ে। খুলনা ও রাজশাহীতে ১০ বছর ধরে দুটি ক্যাম্পাস উচ্চমানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে। বাংলাদেশের আমেরিকান দুতাবাস নর্দানের শিক্ষা কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান বজায় থাকায় খুলনা ক্যাম্পাসে ২০১৩ সনের ২১ নভেম্বরে আমেরিকান কর্ণার প্রতিষ্ঠা করেছে। খুলনা অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য আমেরিকায় যাওয়াসহ বহুমাত্রিক কাজে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় সেতুবন্ধন ও মূখ্যভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। এ বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে পূর্ণকালীন ২২৫ জন এবং খন্ডকালীন ১২৫ জনসহ মোট ৩৫০ জন শিক্ষক রয়েছেন। ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর এবং বুয়েটের মেধাবী শিক্ষকদের আমরা খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়ে থাকি।

আমাদের ৬টি লাইব্রেরী দেড় লাখেরও বেশি দেশী-বিদেশী মূল্যবান বই জার্নালে সমৃদ্ধ। লাইব্রেরীসমূহে অনলাইন পদ্ধতি স্থাপন করা হয়েছে। আমেরিকান ই-সেন্টার এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের সাথে আমাদের সহযোগিতা চুক্তি রয়েছে। ই-লাইব্রেরীতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সব রেফারেন্স বই আছে। দরকারী বই তারা ডাউনলোড করে পড়তে পারছে।

আমাদের ল্যাব সুবিধাদি খুবই স্ট্যান্ডার্ড। প্রায় ১ হাজার কম্পিউটার নিয়ে আমাদের ৬টি কম্পিউটার ল্যাব। সবকটি

ক্যাম্পাস ওয়াই-ফাই জোনের আওতায়। দ্রুতগতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের সংযোগ আছে সর্বত্র। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ,

প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মোঃ আব্দুল্লাহ
সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বিশেষজ্ঞ ড. আবু ইউসুফ মোঃ আব্দুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়ার বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এডমিনিসট্রেশন-আইবিএ'র স্বনামখ্যাত প্রফেসর। তিনি ১৯৯৩ সালে আইবিএতে যোগ দিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর অধ্যাপনা করে চলেছেন। প্রফেসর আব্দুল্লাহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, অর্থনীতি ও রাজনীতির একজন খ্যাতিমান গবেষক ও বিশ্লেষক। দেশ-বিদেশে বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ক স্বীকৃত গবেষণা জার্নালে ইতোমধ্যে তাঁর ২০টিরও অধিক প্রকাশনা রয়েছে। South Asian Hope SAARC: Will it Survive? (২০০৭) এবং Bangladesh RMG Industry: Competitiveness and Productivity (২০০৭) গবেষণাগ্রন্থ দুটি তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তার পরিচয় বহন করে। সম্প্রতি সার্কের উপর লিখিত বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থটি 'দক্ষিণ এশীয় জোট সার্ক : সংকট ও চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে বাংলায় *সমাবেশ* প্রকাশ (মে ২০১৪) করেছে।
ড. আব্দুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি এবং আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ফিনল্যান্ডের হেলসিংকি স্কুল অব ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস এডমিনিসট্রেশন থেকে আন্তর্জাতিক এমবিএ এবং আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস থেকে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।
প্রফেসর আব্দুল্লাহ নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্ট, নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এবং নর্দান কলেজের চেয়ারম্যান। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের উচ্চশিক্ষা বিস্তারে তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব দেশ-বিদেশে ইতোমধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেছে। শিক্ষার উজ্জ্বল আলো প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা পালনকারী প্রফেসর আব্দুল্লাহ সাতক্ষীরার সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ দেশে ব্যবসায় ও সামাজিক উন্নয়নকাজে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখে দেশগঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতা, বিতর্ক ও খেলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশমূলক কার্যক্রমে আমরা প্রচুর জোর দিয়ে থাকি। ছাত্র শিক্ষকদের সম্পর্ক এখানে খুবই আন্তরিক। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই মিলে সমন্বিতভাবে পরিশ্রম করছে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াসে আমরা দৃঢ়ভাবে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

শিক্ষাধারা ঃ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বিদেশী শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। এরা সাধারণত কোন দেশ থেকে আসে এবং কী বিষয়ে পড়ে?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ বর্তমানে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে সার্কভুক্ত দেশসহ অফ্রিকার কয়েকটি দেশের প্রায় ৫০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। এদের বেশির ভাগই এসেছে নেপাল, ভুটান, আফগানিস্থান, ঘানা, নাইজেরিয়া, সুদান, সেনেগাল, সোমালিয়া থেকে। এসব বিদেশীদের বেশিরভাগই এমপিএইচ (মাস্টার অব পাবলিক হেলথ), ফার্মেসী, কম্পিউটার সায়েন্স, ব্যবসায় প্রশাসনে পড়ছে। আবার কেউ নর্দান মেডিকেলেও পড়ছে। ইতোমধ্যে আমাদের এমপিএইচ থেকে কেবল ৬০ জনের মতো নেপালী শিক্ষার্থী পাশ করে দেশে ফিরেছে। নেপালে তারা উচ্চ পর্যায়ে সরকারি চাকরিও করছে। নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে নর্দানের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নাইজেরিয়ারও অনেক শিক্ষার্থী পাশ করে চলে গেছে এবং অনেকেই এখনো অধ্যয়নরত আছে। নাইজেরিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা চুক্তির বিষয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি আছে।

শিক্ষাধারা ঃ গুণী মেধাবী মানুষদের পদচারণা প্রায়শ আপনার ক্যাম্পাসে ঘটে থাকে। শিক্ষার্থীদের জীবনে এর প্রভাব কী ?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ একটা ভালো প্রশ্ন। আসলে জীবনে ক্লাসের পাঠই শেষ কথা নয়। গুণীজনদের সংস্পর্শ একটা বড় ব্যাপার। সত্যিকথা বলতে কি, কিছু কিছু মানুষ সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতীক। তাদের সান্নিধ্য আমাদেরকে বদলে দিতে পারে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামসহ জাতীয় দিবসসমূহের বিভিন্ন আয়োজনে দেশের গুণী মানুষদেরকে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাই। আমরা চাই অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটুক আমাদের শিক্ষার্থীদের সাথে। এতে তাদের জ্ঞানের জগতটা বড় হবে। আরেকটি বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয় মেধার স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এ কারণে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় প্রথিতযশা মানুষদের সম্মাননা প্রদান করে থাকে। নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় আশা করে দেশের প্রতি স্বীকৃতজনদের কমিটমেন্ট আরো বৃদ্ধি পাক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর স্বাধীনতা দিবসে দেশাত্ববোধক গান গেয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করানোর স্বীকৃতি হিসেবে শিল্পী ফরিদা পারভীন, নজরুলের ১১৫তম জন্মজয়ন্তীতে নজরুল সঙ্গীত শিল্পী খালিদ হোসেন ও ফাতেমা-তুজ জোহরাকে এবং নজরুল গবেষণায় প্রফেসর ড. আনোয়ারুল করীমকে সম্মাননা পদক দিয়েছে। ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'পদ্মভূষণ' পদকে ভূষিত প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামানকে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় সম্মাননা পদক দিতে পেরে গর্ব অনুভব করছে। আমি আশা করি, এসব উজ্জ্বল ব্যক্তিদের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে আমাদের প্রতিটি সন্তান।

শিক্ষাধারা ঃ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে গরীব ও মেধাবীদের পড়ার সুযোগ কতখানি?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৫ শতাংশ শিক্ষার্থী টিউশন ফি মওফুকের সুযোগ পায়। আমরা প্রতি সেমিস্টারে ১০ শতাংশের অধিক শিক্ষার্থীর টিউশন ফি মওকুফ করি। শুধুমাত্র বৃত্তি ও উপবৃত্তি খাতে আমরা গত অর্থ বছরে ৫ কোটি টাকা খরচ করেছি। শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে প্রতি সেমিস্টারে ভালো রেজাল্টের ভিত্তিতে মেধাবৃত্তি প্রদান করি, যার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি টাকা। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের কথা চিন্তা করে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে আমরা কম টিউশন ফি নিয়ে থাকি।

শিক্ষাধারা ঃ আপনার গ্রাজুয়েটেরা চাকরি বাজারে কেমন করছে?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ আমাদের ১৫ হাজার গ্রাজুয়েট ইতোমধ্যে

শিক্ষাজীবন শেষ করে দক্ষতা ও সুনামের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে। প্রতিনিয়ত চাকরি বাজারে আমাদের ছাত্রদের গ্রহণযোগ্যতা ও চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মক্ষেত্রের সাথে সঙ্গতি রেখে আমরা ছাত্রদের পাঠদান করে থাকি। যুগপোযোগী শিক্ষা এবং নৈতিকতা সৃষ্টিতে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে। চাকরি বাজারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবল একটি সার্টিফিকেট চায় না, তারা প্রার্থীর বিভিন্ন সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিও যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ক্লাব বিভিন্ন সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। এখান থেকে শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে ভালো করার বিভিন্ন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ভিত্তিক পরিচালিত ক্লাবসমূহ সেই বিভাগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া প্রতিনিয়ত ক্যারিয়ার নিয়ে আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। ভবিষ্যতে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চাকুরি বাজারে আরো ভালো করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই উদ্যোক্তা হয়ে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে করিকুলাম তৈরি করা হয়েছে।

শিক্ষাধারা ঃ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন অনেক বেড়েছে। শিক্ষক সংকটও তীব্র। উত্তরণের উপায় কী?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সময়ের ফসল। সরকারের একার পক্ষে উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছিল না। বাস্তবতার নিরীখে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ধারণা এসেছে। এরই মাঝে শুধু প্রতিষ্ঠিত হয়নি র‍্যাংকিংয়েও অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু শিক্ষার মান কতটুকু এগিয়েছে সে প্রশ্ন এখন বড় হয়ে উঠেছে।

আসলে শিক্ষকরা ক্লাসে যা দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে 'শিক্ষা'। এই 'শিক্ষা'টাকে প্রদান করতে হলে একটা প্রক্রিয়ার ভেতরে শিক্ষকদেরই যাওয়া উচিত। আর সেটা হচ্ছে 'যথার্থ প্রশিক্ষণ'। সত্যিকারভাবে তরুণ শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করতে পারলে দেশের উচ্চশিক্ষার মান বেড়ে যাবে। অভিজ্ঞ শিক্ষকদের যে সংকট এর মধ্যদিয়ে তার একটা উত্তরণ ঘটবে। তরুণ শিক্ষকদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে লেকচারার ও এসিস্ট্যান্ট প্রফেসরদের যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকের যে অভাব তা অনেকটাই দূর হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ইউজিসি একটা উদ্যোগ নিলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গুরুত্বের সাথে এগিয়ে আসবে। এক্ষেত্রে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

বিভিন্ন পর্যায়ে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার নিয়োগের লক্ষ্যে ইউজিসি লেকচারার নিবন্ধন পরীক্ষা চালু করতে পারে। নিয়োগ পেলে লেকচারারদের বাধ্যতামূলকভাবে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তরুণ শিক্ষকদের নিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে একটি ইনস্টিটিউটের দক্ষ পরিচালনায় এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত বাংলাদেশী শিক্ষকদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিয়ে আসতে পারলে সত্যিই শিক্ষার গুণগতমান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হবে। দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৮০টি। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের প্রকট অভাব রয়েছে। এ

অবস্থায় বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত বাংলাদেশী শিক্ষাবিদদের বিশেষ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ দিতে পারলে তাদের আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের অভিজ্ঞতা, মেধা ও মননশীলতা, দক্ষতা ও পারদর্শিতা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাঙ্গনকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে। এ দুটো বিষয়কে সরকারের চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করা খুবই জরুরী।

শিক্ষাধারা ঃ উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আগামীতে নেতৃত্ব দেবে। আপনি কী তা মনে করেন?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ আগামীতে কেন আমি তো মনে করি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এখনই যে ভূমিকা পালন করছে তা নেতৃস্থানীয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরূপ

সেশনজট নেই। সঠিক সময়ে পরীক্ষা হচ্ছে। রেজাল্টও হয়ে যাচ্ছে। কোন রাজনীতি নেই। মারামারি নেই। ছাত্র হত্যা হচ্ছে না। মানসম্মত শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। হয়ত কিছু ভুলও হচ্ছে। গড়ে ১ যুগ পার করছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এখনই অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিক অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ভালো সুনাম অর্জন করেছে। আরো বেশকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পেতে খুবই কী বেশি দিন লাগবে? আমার তো তা মনে হয় না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন কাঠামো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক ভালো। ভালো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এখনই শিক্ষকরা চলে আসছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে যে অভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করেছে তা দেশের উচ্চশিক্ষায় আলোকবর্তিকার মতো। প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে এখন তার অগ্রযাত্রা। ভবিষ্যতে আশা করা যায় পথ মসৃণ হবে। তখন শুধু এগিয়ে যাবে তা নয় প্রকৃতই নেতৃত্ব দেবে।

শিক্ষাধারা ঃ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারের সাহায্য দেওয়া উচিত কী?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। কাজেই সরকারি বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সম্পদ। আমরা দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে বিপুল অবদান রেখে চলছি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে অবশ্যই সরকারের আর্থিক সাহায্য দেয়া উচিত। সরকার প্রয়োজনীয় জমি কিনতে সাহায্য করে বা অবকাঠামো নির্মাণে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় অনুদান দিতে পারে। সার্বিকভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে রাষ্ট্রের সম্পদ বিবেচনায় এনে সরকারের উচিত এর উন্নয়নে অংশীদার হওয়া।

শিক্ষাধারা ঃ উচ্চশিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগ ও সুফল সম্পর্কে বলুন।

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ উচ্চশিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষত ক্লাস লেকচারের ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতি অনুসরণ করে উচ্চশিক্ষা ধারায় ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে করে পরীক্ষা পদ্ধতি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা খাতে ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটেছে। এখন দরকার শিক্ষা ও গবেষণায় ব্যাপকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার। একজন ভালো শিক্ষকের ক্লাস লেকচার ভিডিও করার মাধ্যমে সে লেকচারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট, ইউটিউব এমনকি ডিবিডির মাধ্যমে কপি করে দিতে পারলে রিপিট ক্লাসসহ শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক কাজে আসতে পারে। শিক্ষক অনলাইনে ক্লাস লেকচার দিলে এ ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যাপক সময় সাশ্রয় যেমন ঘটতে পারে, তেমনি গোটা শিক্ষাদানের পদ্ধতিই বদলে যেতে পারে। মানসম্মত শিক্ষাদানের ব্যাপারে শিক্ষকদের উদ্যোগ আয়োজন তখন আরো বহুগুণ বেড়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য এ জাতীয় কাজ করা খুবই সহজ। আমার বিশ্বাস, সময়োপযোগী এ ধরনের কাজ উ"চশিক্ষার প্রচলিত ধারণাই পাল্টে দেবে। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে

প্রযুক্তির ব্যবহার যত বাড়বে, গুণগত শিক্ষা সম্প্রসারণ ততই বৃদ্ধি পাবে।

শিক্ষাধারা ঃ স্থায়ী ক্যাম্পাসে কবে যাবেন? বিস্তারিত বলবেন কি?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ সরকার নির্ধারিত সময় সেপ্টেম্বর ২০১৫-এর মধ্যে আমাদের বিশ্বাস আংশিক হলেও স্থায়ী ক্যাম্পাসে আমরা ক্লাস শুরু করতে পারবো। ঢাকার আশকোনায় হাজী ক্যাম্পের সাথে আমাদের স্থায়ী ক্যাম্পাস হতে যাচ্ছে। আগামী দু' এক মাসের মধ্যে অবকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হবে। একটি স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। স্থায়ী ক্যাম্পাস থাকলেই কী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিত হয়? দেশের উচ্চশিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হলে স্থায়ী ক্যাম্পাস ইস্যু ও শিক্ষার মান– এ দুটোকে এক করে দেখা যাবে না।

শিক্ষাধারা ঃ নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ ট্রাস্ট শিক্ষাধারায় কলেজ, মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ট্রাস্টের এসব উদ্যোগ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি।

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ প্রতিবছর উচ্চশিক্ষা নিতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের এখনো পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে ভর্তি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। দেশের শিক্ষাধারায় আরো স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় দরকার। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। সরকারের দায়িত্ব শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা। আগেই বলেছি, সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয় বলে এক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ যুক্ত হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে ঈর্ষণীয় সাফল্যেও এসেছে। বেসরকারি উদ্যোগই সফলতার বড় দাবিদার।

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় একটি নতুন ধারা তৈরির প্রয়াসে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্ট অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় সংসদ ভবনের সামান্য পশ্চিমে মোহাম্মদপুরের আসাদগেটে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনুকূল পরিবেশে নর্দান কলেজের অবস্থান। ২০০১ সাল থেকে স্নাতক পর্যায়ে বিবিএ ও কম্পিউটার সায়েন্সে পাঠদান কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এ কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। ইতোমধ্যে এমবিএম কোর্স চালু হয়েছে। কলেজটি বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ের বাণিজ্য শিক্ষা কার্যক্রমে ফলাফলের দিক থেকে ঢাকা মহানগরীর দ্বিতীয় সেরা কলেজ হিসেবে স্বীকৃত। ২০০৩ সাল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ও চালু করা হয়েছে। কেবল বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখায় আমরা ছাত্র ভর্তি নিচ্ছি। মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, মিরপুর ও আজিমপুর অঞ্চলে কলেজটি একটি উচ্চমানসম্পন্ন অভিজাত কলেজ হিসেবে অভিভাবক ও শিক্ষার্থী মহলে আস্থা অর্জন করেছে।

নর্দান ইন্টারন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ধানমন্ডির ৯/এ-তে ২০০৫ সাল থেকে আমরা শুরু করি। ২০০৮ সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সকল সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মধ্যে র‍্যাংকিংয়ে নর্দান মেডিকেল ৮ম স্থান অধিকার করে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানের শিক্ষার্থীসহ নেপালেরও ১৪ জন শিক্ষার্থী এ মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করছে। স্ব-স্ব বিভাগে নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং পন্ডিত ব্যক্তিত্ব কলেজটিতে অধ্যাপনা করছেন। স্বনামখ্যাত প্রফেসর ড. আনোয়ার হোসেন, প্রফেসর সুরাইয়া বেগম, প্রফেসর ফজলুল হক, প্রফেসর সোহরাব আলী, প্রফেসর ময়েজ উদ্দিন এবং প্রফেসর নাজমুল হকের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কলেজটির হাসপাতাল ধানমন্ডি অঞ্চলে ইতোমধ্যে ব্যাপক আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তো আগেই বলেছি। সার্বিকভাবে বলতে পারি, আগামী কয়েক বছরে নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়, নর্দান মেডিকেল এবং নর্দান কলেজ বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরি করতে সক্ষম হবে। আমাদের প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা খুব অল্পসময়ের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শিক্ষাধারা ঃ বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কী?

প্রফেসর আব্দুল্লাহ ঃ আজকের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরাই দেশ গড়বে। নিজেদের কর্মতৎপরতায় বদলে দেবে দেশকে। এখনকার শিক্ষার্থীদের সুযোগ অনেক। ওয়েব, ইন্টারনেট, ফেসবুক সার্বিকভাবে তথ্য প্রযুক্তির পরিসেবা তাদেরকে নিয়মিতই সর্বশেষ তথ্যে সমৃদ্ধ করে রাখছে। বিশ্বের আধুনিক পরিমন্ডলের সাথে তাদের বিচরণ বাধাহীন। আধুনিক বিশ্বের এসব সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদেরকে বিশ্বমানের হয়ে গড়ে উঠতে হবে। ভাষাগত ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জন করে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য তাদের উপযুক্ত হতে হবে। সর্বোপরি মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হতেই হবে। আমি আজকের শিক্ষার্থীদের বলবো- 'আধুনিক সুযোগ কাজে লাগিয়ে আমরা যে কাজ করতে পারিনি তোমরা তা করে বিশ্বে তোমাদের কর্মকান্ড ছড়িয়ে দাও'।